জাগো প্রবাসী জাগো, জাগো মানুষ জাগো, প্রতিবাদ প্রতিরোধে

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার প্রতি প্রবাসীদের অর্ধ শতাধিক প্রশ্ন, যুদ্ধাপরাধী জামায়াতকে ক্ষমতায়ণ করার জন্য শেখ হাসিনাকে চিরতরে শেষ করে নেবার পরিকল্পনা চুড়ান্ত নয়কি? দয়াকরে উত্তর দেবেন কী?

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা,

দেশটা যতই দূরে বহুদূরে হোকনা কেন তবুও হৃদয়ের মাঝে ফলেই প্রবাসে এই স্বজনহীন প্রিয় মাটি ও মানুষহীন শত সহস্র সংগ্রামমূখর কষ্টকঠিন জীবনের মাঝেও প্রিয় মাতৃভূমি জন্মভূমি বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সবিনয়ে আমরা ক'টি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি। যে প্রশ্নগুলো শুধু তাবৎ বিশ্বের লাখো লাখো বাংলাভাষাভাষি মানুষেরই শুধু নয় তা বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের অব্যক্ত কথা। বাংলাদেশের ভালোমন্দে প্রবাসীরা উপলব্দি করে ফলেই ভালো কাজে সমর্থণ দেয় এবং মন্দ কাজে আশাহত ও মর্মাহিত হয় এবং প্রতিবাদ জানায়। প্রবাসীদের চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই বসবাসরত প্রবাসীরা কোনোদিনই আর দেশে ফিরবেনা, কারণ তাদের সন্তান সন্ততিরা প্রবাসের মাটি-মানুষ এবং আবাহাওয়া-প্রকৃতির সঙ্গে বড় হয়ে উঠছে তবুও অধিকাংশ প্রবাসীরাই তাঁদের সন্তান সন্ততিদেরকে বাংলাদেশের ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য শেখানোর চেষ্টা করছে এবং শেখড়ের সন্ধানে তাদেরকে ধাবিত করছে। দেশের স্মৃতি, ফেলে আসা দিনগুলোর কথা, স্বজন, প্রিয় মাটি, প্রিয় মানুষের জন্য প্রবাসীরা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত কাঁদে, বাংলাদেশ নিয়ে দিবানিষি স্বপ্ন দেখে, ফলে হাজার কষ্টকঠিন সময়ের মাঝেও প্রবাসীরা একটি সুন্দর দেশ বির্নিমানের জন্য একটি সুখি সমৃদ্ধশালী এবং প্রগতিশীল দেশ পাবার জন্য দেশে কোটি কোটি সহস্র কোটি বিদেশী মুদ্রা পাঠাচ্ছে যা দেশের অন্যতম আয়ের উৎস।

প্রিয় প্রধান উপদেষ্টা,

দীর্ঘ আন্দোলন, নির্যাতন আর অসংখ্য প্রানের রক্তের বিনিময়ে আপনারা দেশের এক ভয়ানক ক্লান্তিলগ্নে দেশের দায়ভার গ্রহণ করেছেন। আপনারা ক্ষমতা গ্রহণের পর কিছু কিছু বিষয়ে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যা সারা দেশবাসীর সঙ্গে প্রবাসীরাও আনন্দিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বলতে হচ্ছে কিছু কিছু বিষয় বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকার যে নাটক দেখাচ্ছে তা অতীত ইতিহাসের সব জঘন্য নাটককে হার মানাচ্ছে। যা প্রবাসীরা মেনে নিতে পারছেনা, বলতে পারছেনা সামরিক কিংবা যৌথ বাহিনীর ভয়ে দেশের মানুষরাও, যদিও তা আপনি আজ উপলব্দি করতে পারছেন না, তবে হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই বুঝতে পারবেন আপনাদের ভুল-ভ্রান্তি।

বিএনপি আওয়ামী লীগের বড়বড় নেতা কর্মীকে দুর্নীতির দায়ে গ্রেফতার করা হচ্ছে যা অবশ্যই যুগান্তরকারী পদক্ষেপ, জাতি অবশ্যই তা কোনো দিন ভুলবেনা। যদি কেউ দুর্নীতি-সন্ত্রাস করে থাকে তবে অবশ্যই তাদের বিচার হওয়া উচিৎ। বিশেষ করে বিগত ৫ বছরে বিএনপি জামাত জোটের দুর্নীতি লুটপাটতো সারা বিশ্বের সব দুর্নীতিকে হার মানিয়েছে বলতে গেলে হাজার বছরের সর্বশ্রেষ্ট দুর্নীতি। এসব দুর্নীতিবাজদেরকে গ্রেফতার করে যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন তা অবশ্যই প্রশংসার দাবিদার, তবে শুধু রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরকে ধরলেই কী সব শেষ হয়ে যাবে? আপনারা ক্ষমতা গ্রহণের পর আজ পর্যন্ত কোনো আমলাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারেননি অথচো বিগত জামাত-বিএনপি সরকারের আমলে সরকারের বিভিন্ন

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

দফতরের কর্মকর্তা বিশেষকরে পুলিশ বিভাগে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কোনোই ব্যবস্থা নিচ্ছেননা এটার কারণকি? অথচো আমলাদের সহযোগিতা না থাকলে রাজনৈতিক নেতারা এত দুর্নীতি করতে পারতো কি?

পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান উপদেষ্টা,

অতি বিণয়ের সঙ্গে প্রবাসীরা জানতে চায়-

১. সংস্কারের নামে যে খেলা চলছে তা কী ঠিক হচ্ছে? একদিকে অর্ধ শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের পতাকাবাহী সংগঠনকে ভেঙ্গে ফেলার পায়তারা করা হচ্ছে, দলীয় প্রধান বঙ্গবন্ধু কন্যার বিরুদ্ধে একের পর এক মিথ্যা মামলাসহ বিদেশ থেকে দেশে ফিরৎ কিংবা মানবিক কারণে বিদেশ যেতে বাধা দেওয়া হয়েছে, ভোর রাতে যখন পবিত্র আযানের ধ্বণি তাবৎ দেশকে জাগিয়ে তুলছে দেশের আকাশ ভেঙ্গে যখন বৃষ্টি ঝড়ছিলো ঠিক তখনই বাংলাদেশের গণতন্ত্রের মানস কন্যা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, আওয়ামী লীগের সভানেত্রী, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ট বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা, সংস্কার ও তত্ত্ববধায়ক সরকারের রূপকার শেখ হাসিনাকে অত্যন্ত বিশ্রীভাবে ও মানবতা এবং মানবাধিকার লঙ্গন করে গ্রেফতার করা হলো অথচো স্বাধীনতা বিরোধী রাজাকার আলবদর নেতা ত্রিশ লাখ শহীদের হন্তারক যুদ্ধাপরাধীর দল বিগত সরকারের দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী এবং জঙ্গী মদদতদাতা জামায়াতে ইসলামের নেতারা দিব্যি সহাস্যে ধর্মের নামে রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে হত্যা-দুর্নীতি-ধর্ষণ-সংখ্যালঘুদের জায়গাজমি দখলসহ অসংখ্য মামলা থাকলেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী হচ্ছে না যা তাবৎ বিশ্বের মানুষ অবাক বিস্ময়ে দেখছে আর আপনাদের প্রতি ধিক্কার আর ঘৃনা জানাচ্ছে । এটা কী নিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা?

২. মানবিক কারণে শেখ হাসিনাকে বিদেশ যাওয়াতে বাঁধা দেওয়া এবং গ্রেফতার অথচ জামায়াতে ইসলামীর নেতা আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বিরুদ্ধে হত্যা মামলা থাকার পরও তাকে বিদেশে যেতে দেয়া হয়েছে-বিষয়টি কি পরস্পরবিরোধী নয়কী?

৩. এইতো সেদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একজন মাননীয় উপদেষ্টা ইতিহাসের জঘন্য মিথ্যাচার করে বললেন আলী আহসান মুজাহিদ সর্ম্পকে ‘এটা কে? আমি চিনিনা’! সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা পরিচয় দিলেন বিএনপি জামাত সরকারের সাবেক সমাজকল্যান মন্ত্রী এবং জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল। তারপরে মাননীয় উপদেষ্টা বললেন তাকে তিনি চিনেননা। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা দয়া করে ভাবুনতো কী এক ভয়ানক মিথ্যাচার? সম্ভবত আপনি বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় মাননীয় আইন উপদেষ্টা জাতীর সামনে এমন নিলজ্জ মিথ্যাচার করায় হয়তো আপনিও লজ্জায় নতুজান হয়েছেন! তাহলে বিগত দিনের চরিত্রহীন কিছু রাজনৈতিক নেতা আর এই উপদেষ্টার মাঝে পার্থক্য কি? মাননীয় আইন উপদেষ্টা কি বাংলাদেশের নাগরিক নন? বাংলাদেশের সাবেক মন্ত্রী স্বাধীনতা বিরোধী এবং ভয়ানক যুদ্ধাপরাধী এবং বাইতুল মোকারমের সামনে জামায়াত কতৃক প্রকাশ্য দিবালোকে অসংখ্য বন্দুক তুলে যারা গুলি ছুঁড়েছিলো নিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনকারী জনতার ওপরে এবং সেই বুলেটে নিহত রাসেলের রক্তের সঙ্গে কি করে বেঈমানী করে বলতে পারলেন তিনি আলী আহসান মুজাহীদকে চিনেননা বলে? এটাকী নিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা, এমন জলন্ত মিথ্যাচারের দায়ে তিনি কি উপদেষ্টা মন্ডলীতে থাকতে পারেন?

৪. মহাজোটের গণআন্দোলন, শহীদ রাসেল আর শহীদ ওয়ালীর রক্ত ডিঙ্গিয়ে উপদেষ্টা হয়েছেন। আলী আহসান মুজাহীদ এই হত্যা মামলার অন্যতম আসামী। আলী আহসান মুজাহীদ মাননীয় আইন উপদেষ্টার বন্ধুও। আইন উপদেষ্টার বিভিন্ন রকমের চক্রান্তে প্রবাসীরা হতবাক। অবাক বিস্ময়ে বলতে চায় শেখ হাসিনাকে নিঃশেষ করে স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে ক্ষমতায় আনার জন্য উনি মরিয়া হয়ে উঠছেন এর কারণ কি? কিংবা বলা যায় বর্তমান নিরপেক্ষ তত্ত্বধায়ক সরকার স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রতি খুবই দূর্বল কিংবা সুকৌশলে জামায়াতকে ক্ষমতায়ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে প্রবাসীরা মনে করছে কারণ বর্তমান তত্ত্ববধায়ক সরকারের মাননীয় আইন উপদেষ্টা জনাব ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেনের সাম্প্রতিক ই মিডিয়ায় প্রচারিত একটি সংবাদ দেশে এবং বর্হিবিশ্বে অবস্থানরত কোটি কোটি মানুষ ধিক্কার জানাচ্ছে এবং মঈনুল হোসেনের মিথ্যাচারকে একটি গর্হিত অপরাধ হিসেবে বিবেচিত করে বর্তমান তত্ত্ববধায়ক সরকারের কলঙ্খ হিসেবে ধরে নিচ্ছে। প্রবাসীরা এই উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করছে। এই উপদেষ্টার কারণে বর্তমান নিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকার কলঙ্কিত হচ্ছে, সমালোচিত হচ্ছে, ধিক্কার পেতে যাচ্ছে। এসব ধিক্কার আর ঘৃনার সূচনাকী আপনারা করেননি?

৫. প্রবাসীরা স্পষ্ট ভাষায় জানতে চায়, মৌলবাদি জঙ্গি জামায়াতে ইসলাম কী ধোঁয়া তুলসী পাতা? তাদের বিরুদ্ধে কী কোনোই অভিযোগ নেই? দেশের গণ মাধ্যমে এবং ইমিডিয়ায় প্রকাশিত অসংখ্য সংবাদ ফিচার এবং তথ্যানুন্ধানী প্রতিবেদনে জামাত নেতা দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে জিয়া উপজেলা করার নামে ৫০০

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

কোটি টাকা আত্মসাৎসহজামায়াত নেতাদের দুনীতি, হত্যাযজ্ঞ, দেশের সর্বস্তরে দলীয়করণ, গ্রেনেড-বোমাবাজি, জঙ্গিদের মদদ অর্থায়নসহ হাজার হাজার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে যা অন্যান্য দলের গ্রেফতারকৃত নেতাদের চেয়েও কয়েকগুন বেশী তারপরেও জামায়াতের শীর্ষস্থানীয় কোনো নেতার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা এমনকী তাদের সংস্কারের কথা বলা হচ্ছেনা বরং এই যুদ্ধাপরাধী জামায়াতের পক্ষ ধরে মাননীয় আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন এবং অন্য আরেক উপদেষ্টা মেজর জেনালেল মতিন যে ভয়াবহ দালালী করছেন এবং সুকৌশলে দেশের ঐতিহ্যবাহী গনতন্ত্র বিশ্বাসী দলকে সংস্কারের নামে দলগুলোর কিছু চরিত্রহীন দুর্নীতিবাজ নেতাদের লোভ-লালসা এবং ভয়ভীতি দেখিয়ে দল ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন এবং সংস্কারের নামে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিকভাবে হত্যার চেষ্টা চালাচ্ছেন পাশাপাশি সুকৌশলে হলেও প্রকাশ্যে জামায়াতকে ক্ষমতায় নেওয়ার ব্যবস্থা করছেন তা তাবৎ বিশ্বে বসবাসরত প্রবাসীদেরকে বিস্মিত করছে। ই মিডিয়ার এক সাক্ষাৎকারে একজন নিরপেক্ষ তত্ত্ববধায়ক সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা হয়ে জামায়াতের পক্ষে প্রকাশ্যে যে দালালী করেছেন তার প্রমান এনটিভির এক সাক্ষাৎকারে দুই নেত্রীকে বাদ দিলে প্রধান দুই দল ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে বলেন 'দু'নেত্রী রাজনীতিতে ব্যর্থ এদের বহিস্কার করা উচিৎ । সেক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো আরও শক্তিশালী হবে কিনা- এই প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা বলেন, হাসিনা ও খালেদা ব্যর্থ নেত্রী তাদের বর্জন করা উচিত : ব্যরিস্টার মইনুল 'আমাদের দেশে কিছু লোক ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির একটা সম্পর্ক দেখলেই মনে করে যে একটা বিরাট অপরাধের কাজ হচ্ছে। জামায়াতে ইসলামী, তারা মনে করে তাদের সংস্কারের দরকার নেই। সেখানে আমি-আপনি কিভাবে সেই দলকে বলবো যে তোমরা সংস্কার কর। কেউ যদি মনে করেন জনগণের ভোটে তারা ক্ষমতায় এলে গণভিত্তিক রাষ্ট্র গঠন করতে পারবে, সেটা দেখা যাবে। যদি আমাদের দেশের জনগণ চায় তাহলে দেখা যাবে। বরং আমার দেশের মতলববাজ, বুদ্ধিজীবিরা (প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি!) ভীষণ ক্ষতি করছে।' ব্যরিস্টার মইনুল মনে করেন, ব্যর্থ নেতৃত্বের চেয়ে দুর্বল নেতৃত্ব ভাল। তবে তার মতে, মুক্তিযুদ্ধ ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির অজুহাত দেখিয়ে ব্যর্থ নেতৃত্বকে এই সরকার উৎসাহিত করতে চায় না'। সূত্র: এনটিভি। আরেক উপদেষ্টা জেনারেল মতিন বললেন জামাত নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়নি হয়তো তারা কোনো দুর্নীতি করেননি জামায়াতীদের বিরুদ্ধে কোনোই অভিযোগ নেই। জামায়াত নেতা নিজামী, মুজাহিদের দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই– এই বাক্য মিথ্যাচার ছাড়া কিছু নয়। মানুষ হত্যার অপরাধ থেকে জামায়াত কোনোভাবেই পরিত্রাণ পেতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াত সৃষ্ট রাজাকার ও আল-বদর বাহিনী এদেশের শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছে। (সম্ভবত উপদেষ্টা জনাব মইনুল এবং মতিনের কাউকে হত্যা কিংবা ধর্ষণ করেনি) স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মুক্তবুদ্ধির মানুষ ও প্রগতিশীল ধারার সংগঠনের কর্মীদের হত্যার জন্য ছাত্রশিবির নামক এক দানবীয় সংগঠনের জন্ম দিয়েছে। যাদের হাতে নৃশংসভাবে বহু মেধাবী শিক্ষক ছাত্রকে অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে। সম্প্রতি জঙ্গিবাদের উত্থানের সঙ্গে জড়িত বহু ব্যক্তি জামায়াত ও শিবিরের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিল এবং আছে। উপদেষ্টা মতিন নতুন করে জামায়াতকে তাদের জঘন্য অপরাধ থেকে আড়াল করে একটি পরিচ্ছন্ন ইমেজ দিয়ে জনগণের কাছে উপস্থাপন করতে চাইছেন তাদের সম্পর্কে জনমনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক নয়কি। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, সবিনয়ে বলছি, দয়াকরে ভেবে দেখুনতো উপদেষ্টারা এমন কথা কিকরে বলতে পারেন তারা প্রকাশ্যে জামাতের পক্ষে দালালি করেছেন তা কি আপনার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?

৬. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আপনার প্রতি প্রাণময় সম্মান রেখেই বলছি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম রাজনৈতিক দল এবং বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে এমনভাবে গ্রেফতার না করলেই কী হতোনা? শেখ হাসিনার চেয়েও বড় বড় অপরাধী আপনার উপদেষ্টা মন্ডলীতে রয়েছে বলে দেশ ও প্রবাসের লাখ লাখ মানুষ অভিমত ব্যক্ত করেছে। শেখ হাসিনা কী এমন অপরাধই করেছেন যে তাঁকে এমন নিলজ্জ্বভাবে টেনে হেঁছড়ে বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীরা নিয়ে যেতে হবে, তিনি কি এমন অপরাধ করেছেন যে ভোর রাতে যখন আযানের ধ্বণিতে কাঁপছে দেশ যখন দেশের মাটি মানুষ আবাহাওয়াও কাঁদছে শেখ হাসিনার জন্য তখন অত্যন্ত অমানবিকভাবে শেখ হাসিনাকে গ্রেফতার করে আদালতে নেওয়া হলো এবং জরুরী আইনে তাঁকে গ্রেফতার দেখিয়ে সাবজেলে প্রেরণ করা হলো, সেটা কী সঠিক হয়েছে? মাননীয় উপদেষ্টা কোথায় বাংলাদেশের আইন, কোথায় বাংলাদেশের নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা? কে বলবে আপনারা নিরপেক্ষ? কে বলবে আইন ও বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন? একজন খুনিও আইন আদালতে বিচারের সম্মুখিন হয়ে নিরাপধ দাবি করতে পারে অথচো শেখ হাসিনার বেলায় তা নেই, এটার কারণ কি? মাননীয় উপদেষ্টা 'চীর দিন কারো সমান নাহি যায়' সেটা অবশ্যই আপনারা জানেন, শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা না করলে আপনারা কি মনে করেননা অদূর ভবিষ্যতে

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আপনারা আপনাদের ভুলের জবাবদাহি করতে হবে না? এটা অবশ্যই বিশ্বাস করেন শেখ হাসিনার প্রতি দেশে-বিদেশে কোটি কোটি মানুষের সমর্থণ রয়েছে যা আপনাদের নেই এবং কোনোদিনও হবে না কারণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহা জোটের আন্দোলন আর শহীদ রাসেল ওয়াজী উল্লার রক্তের ওপর পা দিয়ে আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন যা তাবৎ বিশ্ববাসী জানে, সুতরাং শেখ হাসিনার সঙ্গে বেঈমানী বিশ্বাসঘাতকতা এবং জাতির সঙ্গে এমন প্রতারণা এবং আপনার উপদেষ্টাদের মধ্যে ক'জন মীরজাফরের ভূমিকা তাবৎ বিশ্বের বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে প্রতিবাদি করে তুলছে। অবশ্যই আপনাদের প্রতিজন উপদেষ্টা এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং মীরজাফরের ভূমিকার জবাবদাহী করতে হবে। একটা বিষয় ভুললে চলবে না আপনাদের প্রতি সমর্থন এবং ভালোবাসা সাময়িক ঠিক তত্ত্বধায়ক সরকারের সময়সীমার মতো।

৭. মাননীয় তত্ত্বধায়ক সরকারের প্রধান, প্রবাসীরা মনে করে কারো অপরাধ দেখার পূর্বে নিজের অপরাধ দেখার প্রয়োজন। আপনারা ক্ষমতায় শপৎ গ্রহণের আগে আপনারা কী নিজের সম্পদের হিসাব দিয়েছেন? শধু রাজনীতিবিদ তথা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীকে ধরে হিসাব চাইলেই কী সব শেষ? দুর্নীতিবাজ পুলিশ অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এবং সচিবদের মতো আমলারা তত্ত্ববধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তারা ক'টাকা টেক্স দিয়েছেন তা আগে জনগণকে জানানো উচিৎ নয়কি?

৮. বিগত ৫ বছরে অর্ধলক্ষাধিক মানুষকে বিএনপি জামাত জোটের ক্যাডাররা হত্যা করেছে সংখ্যালঘুসহ স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমর্থকদের নিঃশেষ করে দেবার পরিকল্পনায় মহা হত্যাযজ্ঞসহ ধর্ষণ লুন্টন দখল-বেদখল করা হয়েছে এসব খুনি এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন? বরং এরাই এখন স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোকদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির মিথ্যা মামলা দিয়ে যৌথবাহিনীর হাতে তুলে দিচ্ছে, বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে এরকমের উদাহরণ শত শত, এদের বিরুদ্ধে কি কোনো ব্যবস্থা নিতে পেরেছেন?

৯. বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক সংগঠন ভাষা আন্দোলন ও স্বাধীনতা এবং মুক্তিযুদ্ধের হোষ্ট সংগঠন আওয়ামী লীগের সভানেত্রী সম্পাদক যুগ্ম সম্পাদকসহ হাজার হাজার সৎ নিরাপরাধী নির্যাতিত নেতাকর্মীকে মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেফতার করা হলো অথচো বিগত জোট সরকারের আমলে দুর্নীতি-সন্ত্রাসসহ হাজার মামলা থাকা সত্ত্বেও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া সম্পাদক আব্দুল মান্নান ভুইয়াসহ জামাতের নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়নি ফলে দেশে-বিদেশের মানুষ কি করে আপনাদেকে বলবে নিরপেক্ষ?

১০. মহীউদ্দীন খান আলমগীরকে ধরার অন্যতম কারণ কি তার জনতারমঞ্চে' এসে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন প্রদান?

১১. দেশের বড় দুর্নিতিবাজ খালেদা, তারেক, আরাফাত, নিজামী, মুজাহিদ, সাঈদী, মওদুদদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা কই?

১২. তত্ত্বাধায়ক সরকার ব্যবস্থ্যা ও সুষ্ঠু নির্বাচন ধ্বংসের বড় পরিকল্পক এবং অর্ধশতকোটি টাকা দূর্নীতির অভিযুক্ত ব্যারিষ্টার মওদুদকে ক'বোতল মদ রাখার মতো সামান্য মামলা দেয়া হলো তা হাস্যকর নয়কি?

১৩. মাননীয় আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে একের পর এক বঙ্গবন্ধু কন্যা ও বাংলাদেশের আপোষহীন নেত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে রক্তচক্ষু প্রদর্শিত করে বিষোদাঘার করছেন এবং শেখ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে হত্যা করার চেষ্টা করছেন এবং তাঁকে সহযোগিতা করছেন আরেক উপদেষ্টা আব্দুল মতিন অপরদিকে জামাতের প্রতি দূর্বলতা তা কি নিরপেক্ষ?

১৪. মাননীয় আইন উপদেষ্টা সংস্কার সংস্কার বলে আওয়ামী লীগ আর বিএনপিকে ভেঙ্গে এই দু'দলের কিছু অসৎ দুর্নীতিবাজ প্রতারক সুবিধালোভি স্বার্থপর নেতাদের উস্কানী দিয়ে মায়নাস টু ফর্মুলায় শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনৈতিকভাবে নিঃশেষ করে যে ষড়যন্ত্র করছেন তা কি নিরপেক্ষ সরকারের নিরপেক্ষতা?

১৫. মাননীয় আইন উপদেষ্টা নিজ ঘরে কি সংস্কার করতে পেরেছেন? ইত্তেফাক ভবনে দু'ভাইয়ের মারামারিতে যেসব খুন হয়েছে সেসবের দায়ভার থেকে মাননীয় উপদেষ্টা কি মুক্ত?

১৬. চক্রান্ত করে নিজের ভাইকে বাঁচানোর জন্য আনোয়ার হোসেন মঞ্জুকে সুকৌশলে বিদেশ পাঠিয়েছেন, সামান্য মদ রাখার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা সাজানো হয়েছে, অথচো আনোয়ার হোসেন মঞ্জু কি কম দুর্নীতি করেছেন? বাংলাদেশের মানুষের অভিমত এবং প্রবাসে অবস্থানরত ইত্তেফাকে কর্মরত সাবেক সাংবাদিকরা বলেন মদের ব্যাপারে মাননীয় উপদেষ্টা কি ধোঁয়া তুলসী পাতা?

১৭. ২০০৭-এর অক্টোবরের পরে খালেদার জিয়ার মাধ্যমে ২৫০-৩৫০ ট্রাংক সুটকেস যা সৌদি আরব চালান হয়েছে, তাতে কী কী জিনিষ ছিল, তাকি তত্ত্ববধায়ক সরকার তদন্ত করেছে?

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

১৮. বিএনপি'র উপদেষ্টা বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) এসএম হান্নান শাহ এবং তার পুত্রের বিরুদ্ধে কোটিকোটি টাকা চাঁদাবাজি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের অভিযোগ থাকলেও তাকে এবং তার পুত্রকে বেইলে মুক্ত দেওয়া হলো অথচো শেখ সেলিমকে আদালত বেইলে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেও সরকার তাকে মুক্তি দিচ্ছেনা, এখানে এটা স্পষ্ট প্রমান হয় না যে খালেদা জিয়ার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করার জন্য হান্নান শাহকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক জেনারেল হওয়ায় সরকার তাঁর প্রতি সবিনয়, এটা কি নিরপেক্ষতার প্রমান?

১৯. বেগম খালেদা জিয়া কেন ক্যান্টনমেন্টে বসে রাজধানী করেন? জরুরি অবস্থায় টেলিকনফারেন্স কীভাবে তিনি করতে পারেন? এর শাস্তি নেই কেন? না, ইচ্ছে করেই শেখ হাসিনাকে চিরতরে নিঃশেষ করে সামরিক বাহিনীর চক্রান্তে খালেদাকে বাঁচানোর জন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে নিরাপধ অবস্থান থেকে তার কর্মকান্ড চালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে তাকি নিরপেক্ষতার প্রমান?

২০. দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান লে. জেনারেল (অব) হাসান মশহুদ চৌধুরী ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই কেন পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন? শেখ হাসিনাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার গভীর ষড়যন্ত্র করেছেন বলে দেশে-বিদেশের কোটি কোটি মানুষের অভিমত, মাননীয় উপদেষ্টা আপনি কি তা অস্বিকার করতে পারবেন?

২১. দুর্নীতি বিরোধী অভিযানের নামে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান লেঃজেঃ হাসান মসুদ চৌধুরী হেলিকাপ্টার উড়িয়ে গ্রামে-গঞ্জে যে সভা করছেন তা ক্ষমতার অপব্যবহার এবং রাষ্ট্রিয় সম্পদ ধ্বংস করে নয়কি?

২২. দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান লে. জেনারেল (অব) হাসান মশহুদ চৌধুরী বলেছেন সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা যদি সচেতন হন তা হলে তারা নিজেদের উদ্যোগেই সম্পদের হিসাব দেবেন। জোর করে তাদের কাছ থেকে সম্পদের হিসাব চাইতে পারি না। চাইলে তা ধৃষ্টতা হবে। আর এ নিয়ে ভুল বোঝাবুঝিও হতে পারে। অপরদিকে সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা দুদকের চেয়ারম্যানের কাছে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখে নির্ভুল সম্পদের হিসাব দাখিলের ব্যাপারে পরামর্শ ও সহায়তা চেয়েছিলেন। কিন্তু দুদক তার আবেদন নাকচ করে দেয়। অথচো বাংলাদেশের মিডিয়াগুলোতে দেওয়া (৬.৮.২০০৭) দুদক চেয়ারম্যান লেঃজেঃ হাসান মসুদ চৌধুরী শেখ হাসিনা সম্পর্কে যে কুটুক্তি করেছেন তা কি তিনি করতে পারেন? একজন সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ব্যাপারে কোটি কোটি মানুষের প্রাণপ্রিয় নেত্রী সর্ম্পকে দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদের প্রধানরা সংযদ হয়ে কথা বলা উচিৎ নয়কি? দেশে-বিদেশে অবস্থানরত মানুষ এসব জেনারেলদের কাছ থেকে সুন্দর ভদ্র এবং আদবের কথা শুনতে চায়। এসব জেনারেলরা কিন্তু দেশের মানুষের কষ্টার্জিত ট্রেক্সের বেতনভোগি। একদিকে শেখ হাসিনাকে জেলে পাঠিয়ে তাঁর বাসা থেকে সব জরুরী কাগজ ব্যাংক বইসহ সব কিছু নিয়ে যাওয়ার পর চক্রান্ত করে জরুরিভাবে হিসাব চাওয়ার মানেই শেখ হাসিনাকে গভীর চক্রান্ত করে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার মানষিকতা নয় কি? শেখ হাসিনা জেলে থাকায় তাঁর স্বামী গুরুতর অসুস্থ হয়ে জীবনমরণ সন্ধিক্ষণে থাকায় মানবিক কারণে হিসাব দেবার সময় চেয়ে আদালতে যে রীট আবেদন করেছেন সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে দুদক চেয়ারম্যান মিডিয়াতে প্রকাশ্য বললেন আইন তাদের পক্ষে রায় দেবে এবং শেখ হাসিনা সর্ম্পকে অত্যন্ত অসম্মানজনকভাবে বললেন "হিসাব দেওয়ার ব্যাপারে তালবাহনা করে লাভ নেই, হিসাব তাঁর দিতেই হবে, হিসাব না দেওয়ার কারণতো বুঝতেই পারছেন" বলে সাংবাদিকদেরকে বুঝাতে চেয়েছেন শেখ হাসিনা দুর্নীতি করেছেন। আদালতে রীট আবেদন করার পর আদালতের রায়ের আগেই তিনি বললেন আইন তাদের পক্ষে থাকবে তাতে কি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না যে, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে সবাই মিলে কত নোংরা ষড়যন্ত্র করছে, ৭৫এর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সব কৌশল বাস্তবায়িত হচ্ছে?

২৩. মাননীয় রাষ্ট্রপতি প্রফেসার ইয়াজ উদ্দীন আহমেদ গত ৫.৮.২০০৭ জেনারেলদের উদ্দ্যেশে এক বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন ১১ জানুয়ারীর আগে দেশের এক ভয়াবহ ক্লান্তিলগ্ন থেকে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা দেশকে বাঁচিয়েছে, আমাদের প্রশ্ন দেশের এই ভয়াবহ ক্লান্তিলগ্নের জন্য মাহামান্য রাস্ট্রপতি দায়ি নন কি? তিনি কি তার ব্যর্থতা, মিথ্যাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, জোট সরকারকে ফের ক্ষমতায়ন করার ষড়যন্ত্র এবং হীন একগুয়েমি মনোভাবের জন্য দেশের ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো এরজন্য রাস্ট্রপতি দায়ি নন কি?

২৪. সারাদেশে দুর্নীতিবাজদেরকে ধরা হচ্ছে অথচো মহামান্য রাস্ট্রপতির পালিত পুত্রের দুর্নীতি নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন কি কোনো তদন্ত করেছে? এটা কি নিরপেক্ষ সরকারের নিরপেক্ষতা?

২৫. স্বাধীনতা-মুক্তিযুদ্ধ-প্রগতি, সৎ সহসী মৌলবাদ জঙ্গি বিরোধী এবং অসাম্প্রাদায়িক পাঠক নন্দিত জাতিয় দৈনিক পত্রিকা 'জনকন্ঠ' এবং 'যুগান্তরে'র সম্পাদক ও প্রকাশকদের গ্রেফতার করে পত্রিকাগুলোকে বন্ধের সব চেষ্টা করা হচ্ছে অথচো স্বাধীনতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক উস্কানীমূলক গারবেজ পত্রিকা যেমন 'যায়যায়দিন' কিংবা 'সংগ্রাম'সহ অসংখ্য পত্রিকার দালাল সম্পাদকদেরকে গ্রেফতার করা হচ্ছে না এটা কি নিরপক্ষেতা?

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

২৬. এই তত্ত্ববধায়ক সরকারের আমলে বর্তমানে সুপরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর ঘটনা ঘটছে' ক্রসফায়ারের নামে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছে, চলছে বিরতীহীন হত্যা ধর্ষন, চুরি-চিনতাই ডাকাতি– যা আগের সরকারের আমলেই শুরু হয়েছে, তা অব্যাহত রয়েছে, বর্তমান নিরপেক্ষ সরকার এসব অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে জাতিকে মুক্তি দিতে পেরেছে কি?

২৭. যদি অতীতের অপকর্ম ধরেই শুদ্ধি অভিযান শুরু করতে হয়, তো পঁচাত্তরের নির্মম ঘটনাবলী থেকে নয় কেন? কেনই বা নয় জিয়াউর রহমানের অপঘাত মৃত্যুর ঘটনা থেকে? কিংবা জননেতা কিবরিয়া হত্যা, আহসানউলাহ মাস্টার হত্যা, অথবা ২১ শে আগস্ট গ্রেনেড হামলার পৈশাচিক ঘটনা, নিদেনপক্ষে ৬৩টি জেলায় একযোগে ইসলামি জঙ্গিদের বোমা ফাটানোর দুঃসাহসিক নষ্টাচার থেকে নয় কেন? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছে জাতি। দয়াকরে জবাব দেবেন কি মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা?

২৮. দলীয় জোট সরকারের বিগত ৫ বছরের অত্যাচার, অনাচার, দলীয়করণ ও সর্বোপরি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের মানুষ যে আন্দোলন করেছিল, তার ফল এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে মানুষের প্রত্যাশা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। বিএনপি জামাত জোটের অপশাসন থেকে মুক্তি পেতে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সকল মানুষ আপনাদেরকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়েছে। কিন্তু ৬/৭ মাসের মধ্যেই আপনাদের হীন বেঈমানী চরিত্র জনগণের মাঝে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনে হয় যেন দেশের সব ক্ষতি আর সর্বনাশের মূলে শেখ পরিবার ফলে শেখ হাসিনার প্রতি আপনাদের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার সারা বিশ্বে বসবাসরত বাংলা ভাষাভাষী মানুষকে অবাক বিস্ময় করে তুলছে, প্রতিবাদি করে তুলছে। এই নির্মমতার জবাব কি একদিন আপনাদের দিতে হবেনা?

২৯. সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনা, তার স্বামী ড. এমএ ওয়াজেদ মিঞা, পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়, কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল, বোন শেখ রেহানা সিদ্দিকী, বোনের স্বামী ড. শফিক সিদ্দিকী এবং বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, গ্রেনেড ভিকটিম কল্যাণ তহবিল ও বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সব একাউন্ট ফ্রিজ করেছেন, সেটা কি ঠিক হয়েছে? শেখ হাসিনা এবং বঙ্গবন্ধু পরিবারকে চিরতরে নিঃশেষ করে দেওয়ার পরিকল্পনা তা নয়কি?

৩০. দেশে-বিদেশে অবস্থানরত কোটি কোটি মানুষের কাছে এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকার ইতিহাসের কাশিমবাজার কুঠিতে পরিণত হয়েছে। এক সময় মীরজাফর, রায়দুর্লভ, জগৎশেঠ এ কুঠিতে বসে ষড়যন্ত্রের জাল বুনেছিল। কিন্তু তারা পরবর্তিকালে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। সেরকম একই পথ অবলম্বন করে উপদেষ্টা মইনুল হোসেন, জেনারেল মতিন আর জেনারেল হাসান মসুদরা মীরজাফর -রায়দুর্লভ আর জগৎশেটের ভূমিকায় লিপ্ত। '৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়েছে। এখন তার উত্তরসূরিদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হত্যা করার ষড়যন্ত্র চলছে। তবে এই ষড়যন্ত্রের জাল একদিন ছিন্ন হবে। সত্য একদিন উদ্ভাসিত হবেই। সারাদেশের মানুষের ধারণাও দানা বেঁধে উঠছে যে, বঙ্গবন্ধুকে শারীরিকভাবে হত্যা করে দেশের রাজনীতি থেকে অপসারণ করা হয়েছিল। তাঁর মেয়েকেও গ্রেনেড-বোমা মেরে হত্যা করে রাজনীতি থেকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা সফল না হওয়ায় তাকে জরুরি অবস্থার সুযোগ নিয়ে চরিত্র হনন ও দুর্নীতির মামলায় ফাঁসিয়ে রাজনীতি থেকে নির্বাসিত করার চেষ্টা হচ্ছে।
এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র দেশের মানুষ কি ভুলে যাবে?

৩১. গত ৫ বছর ইতিহাসের জঘন্যতম দুর্নীতি করলো কারা আর কে কাটছে জেল? ১/১১-এ জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ড. ফখরউদ্দীন আহমদের ভাষণে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিরোধী দলের সংঘবদ্ধ আন্দোলনের শতভাগ যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয়েছে। সেই ভাষন কি করে ভুলে গেলেন মাননীয় উপদেষ্টা?

৩২. জঙ্গি সংগঠনকে অর্থায়নে সহায়তা দেওয়ার ঘটনায় জড়িত দেশি-বিদেশি ব্যাংকের ৪৫টি শাখাকে চিহ্নিত করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে জঙ্গি অর্থায়ন ও তৎপরতায় মদদদাতা ২৫টি এনজিও। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের মদদপুষ্ট এসব ব্যাংক এবং এনজিওর বিরুদ্ধে জঙ্গি অর্থায়নে সহায়তা করার অভিযোগ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মনিটরিং সেলে পাঠানো হলেও তা ফাইলচাপা পড়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তদন্তে ইসলামী ব্যাংক ও ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের বিরুদ্ধে সরাসরি জড়িত থেকে জঙ্গি অর্থায়নে সহায়তার করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়। কিন্তু তত্ত্বধায়ক সরকার এসব জঙ্গি মদদদাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না কারণ ওরা জামাতের লোক বলে এটা কি নিরপেক্ষ সরকারের নিরপেক্ষতা?

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

৩৩. রাষ্ট্রায়ত্ত চারটি পাটকল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেইসব পাটকলের হাজার হাজার শ্রমিকরা বেকার হয়ে পড়েছে, এসব শ্রমিকের বউ-ঝিরা পতিতাবৃত্তির জন্য জেলা প্রশাসনে আবেদন করেছে কারণ বাচ্চাকাচ্চ নিয়ে শ্রমিকরা অভুক্ত অসহায়। ক্ষুধার কাছে পৃথিবী গদ্যময়। এসব শ্রমিকের সহায়তায় কিছু সুশীল সমাজের হৃদয়বান মানুষ লঙ্গরখানা খুলে খাদ্য দিয়েছিলো কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন তা মেনে নিতে পারেনি, ফলে যৌথ বাহিনীর সদস্যরা শ্রমিকদের অভুক্ত রেখে এসব লঙ্গরখানা ভেঙ্গে দিয়েছে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হবে বলে এবং ফের লঙ্গরখানা খুললে ক্রসফায়ারে মারা হবে বলে যৌথবাহিনীর সদস্যরা হুমকি দিয়েছে। এসব শ্রমিকদের শিশু সন্তানরা লেখাপড়া না করার জন্য মিল পরিচালিত স্কুলগুলোও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় উপদেষ্টা কোথায় বিবেক, কোথায় মানবতা। অভুক্ত পাটকল শ্রমিকদের জন্য খাদ্য-সাহায্যকারী জাতীয় কমিটির উদ্যোগে খোলা লঙ্গরখানার মাধ্যমে খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে অস্থায়ী সরকার কেন মানবাধিকার লঙ্গন করলো সেই জবাব কি দেবেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা?

৩৪. সেনা প্রধান মেজর জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ জনতার উদ্দ্যেশে বলেছিলেন যে দেশে জাতির পিতাকে সম্মান দেখাতে পারেনা, যে দেশে জাতীয় নেতাদের মর্যাদা দেখাতে পারে না সে দেশ কোনদেন উন্নতির দিকে ধাবিত হতে পারে না। সেনা প্রধান আরো বলেছিলেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হওয়া উচিৎ। আমরা ইতিমধ্যেএ সরকারের ৬ মাস অতিবাহিত করেছি। এসব কোনো কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। সবই যেন আই ওয়াশ, কথার কথা। যুদ্ধপরাধীদের বাঁচানোর জন্য উপদেষ্টারা মরিয়া হয়ে উঠছে। একদিকে জাতির পিতা ঘোষণা দেওয়ার কথা বলা হয় অন্যদিকে জাতির জনকের কন্যাকে মানবতা লঙ্গন করে সাঁজানো মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে তাঁর বিরুদ্ধে চরিত্র হনন করা হয়, বঙ্গবন্ধু পরিবারকে চিরতরে ধ্বংস করার সব নাটক সাজানো হয় তা বাংলাদেশের মানুষ বুঝতে কি অসুবিধে হচ্ছে?

৩৫. বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে যারা গ্রেনেড ও বুলেট মেরে হত্যা করতে চেয়েছিলো, নেতাদের মানববন্ধন, বুলেটপ্রুফ গাড়ি এবং দেহরক্ষীর জীবন দিয়ে শেখ হাসিনা বেঁচে গেলেও আইভী রহমানসহ ২৭ জন নেতা কর্মী প্রাণ হারান ২১ আগস্টের এমন হৃদয়বিধারক ট্রাজিডির বিচার হয়নি বরং শেখ হাসিনার বুলেটপ্রুফ গাড়ী আপনারা জব্দ করে নিয়ে গেছেন এবং শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এবং যেসব দলীয় সাংসদরা শেখ হাসিনাকে নিজ জীবনের চেয়ে ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন সেই নিহত আহসান উল্লাহ মাষ্টারের সুসন্তান রাসেলের বিরুদ্ধে গাড়ি দেওয়ার অপরাধে মামলা করছেন অথচো খালেদা জিয়া বেশ ক'টি গাড়ী রয়েছে সরকার থেকে মাত্র ১টাকার বিনিময়ে দু'টি আলিসান বাড়ি রয়েছে যার মূল্য শত কোটি টাকা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। যুদ্ধাপরাধী জামাত নেতা মত্যা রাজাকার মতিউর রহমান নিজামীকে সরকারী সম্পত্তি কয়েক কোটি টাকার বাড়ি দেওয়া হয়েছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা দয়া করে বলবেন কি শেখ হাসিনার প্রতি এসব জঘন্য বর্বরতা চলছে তা আপনার কি অজানা? এসব করার জন্য কি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সংগ্রাম করে আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিলো?

৩৬. ব্রিটেনে হিরোইন প্রাচারসহ দুর্নীতির অভিযুক্ত জামাত প্রতিষ্ঠান বিডি ফুডের বিরুদ্ধে কেন কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা? জামায়াত নামক দানবের জন্য সব কিছুই উন্মুক্ত? ওরা কি দেশের আইনের বাইরে?

৩৭. রাবি হলে ভোটার তালিকার ফরম পূরণ করছে শিবির! রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো চলছে জামাতের ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবিরের ত্রাস। তাদের দাপটে এখনো ম্রিয়মান প্রশাসন। ভোটার তালিকা তাদের নিয়ন্ত্রনে চলছে। ওরাই সর্বেসর্বা। একমাত্র জামাত সমর্থক ছাড়া কাওকে ভোটার হতে দিচ্ছে না। এটার প্রতিবাদ করায় বিভিন্ন জাতিয় দৈনিকের পত্রিকার সাংবাদিকদেরকে শারিরিক নির্যাতন করেছে। তত্ত্ববধায়ক সরকারের পুলিশ বাহিনী তাদেরকে সহয়তা করছে। যুগান্তর ৬.৮.২০০৭, মাননীয় উপদেষ্টা জামাত নিয়ন্ত্রিত ছাত্র শিবিররা যাই করুক তারা কি আইনের উর্ধে?

৩৮. সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী তাঁর অসুস্থ স্বামীকে স্কয়ার হাসপাতালে দেখার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে আবেদন করার পরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয় মানবিক কারণেও দেখার অনুমতি দেয়নি অথচো একই দিনে সাবেক প্রধান মন্ত্রী বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তারেক রহমানের শ্বশুরের ১০ম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডীতে মিলাদে যোগ দেন শত শত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তা বেষ্টনিতে এবং সাংবাদিকদের সঙ্গেও কথা বলেন (বাংলাদেশের সব ক'টি টিভি সংবাদ ৬.৮.২০০৭) যা ভাবলে অবাক হতে হয় বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকারের নির্মম নিষ্ঠুরতা এবং অমানবিক আচরনে। মাননীয় তত্ত্বধায়ক সরকার প্রধান দয়া করে বলবেন কি শেখ হাসিনাকে জীবনের জন্য শেষ করে দেওয়ার জন্য এমন আচরণ আপনারা করছেন তা কি অস্বিকার করতে পারবেন?

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

৩৯. বর্তমান প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই ভয়াবহ বন্যার কবলে যখন ভাসছে দেশ ভাসছে মানুষ তখন আওয়ামী লীগের একাউন্ট জব্দ করে রেখেছেন যাতে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে না পারে। আওয়ামী লীগের মতো বৃহত্তর সংগঠনকে ধ্বংস করে জামাত-বিএনপিকে ক্ষমতায়ন করার জন্য আপনারা হিংস্র হয়ে মাঠে নেমেছেন যার প্রমান আওয়ামী লীগের একাউন্ট ফ্রিজ করলেও জামাত বিএনপির একাউন্ট ফ্রিজ করেননি। মাননীয় উপদেষ্টা বাংলাদেশের মানুষের কাছে এমন বিশ্বাষঘাতকতার জবাব কি আপনাদের দিতে হবেনা?

৪০. মাননীয় উপদেষ্টা জেনারেল মতিন বলেছেন বন্যা কবলিত মানুষের জন্য যেকোনো রাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন যত টাকাই চাঁদা গ্রহণ করুকনাকেন এর জন্য জবাবদিহী করতে হবে না, তিনি আরো বলেছেন কালো কিংবা লাল টাকা যাই হোক। (টিভি চ্যানেলগুলো ৬.৮.২০০৭) জামায়াতে ইসলামী ইতিমধ্যে কোটিকোটি টাক চাঁদা তুলেছে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, জামাতরা ওয়াজ ও ইসলামী জলসার নামে একইভাবে কোটি কোটি টাকা চাঁদা তুলতো, কেউ হিসাব চাওয়ার ছিলো না। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা জামাতকে কোটিকোটি টাকা চাঁদা তুলার জন্যই কী মাননীয় উপদেষ্টা এমন সুযোগ দিয়েছেন?

৪১. ত্রান বিতরণ নিয়ে রাজনীতি করা যাবে না, কিংবা কোনো ব্যানার নিয়ে যাওয়া যাবেনা বলে আইন উপদেষ্টা টিভি চ্যানেলগুলোতে রক্তচক্ষু দেখালেন (টিভি চ্যানেল ৩.৮.২০০৭) অথচো জামাতে ইসলামী ত্রান বিতরণের নামে তাদের দলের প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে যার প্রমান ত্রান বিতরনের সময় ত্রানের বেগের ভিতর রয়েছে জামাতের দোয়া সম্মিলিত লিফলেট। জরুরী আইনে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধ হলেও রাজনৈতিক সংগঠনতো নিষিদ্ধ হয়নি। মানবিক কাজে যদি যে কেউ চাঁদা তুলতে পারে সাদা কিংবা কালো টাকার হিসাব চাওয়া হবে না তাহলে মানবিক কারণে কেন ব্যানার ব্যবহার করা যাবে না? দেশের একমাত্র মৌলবাদি জঙ্গিরাই ব্যানার ব্যবহার করেনা। গোপনে কাজ চালিয়ে যায়। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এ সবকিছুই পরিকল্পিত নয়কি? জামাতকে ক্ষমতায়ন করার কৌশল নয় কি?

৪২. তত্ত্বধায়ক সরকার মানেই নিদৃষ্ট সময়ের মাঝে নিরপেক্ষ সৎ এবং সুন্দরভাবে নির্বাচন করে নির্বাচিত দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর, আপনারা ক্ষমতা গ্রহণের পর ৬ মাস অতিবাহিত হলো এখন পর্যন্ত ভোটার লিষ্টটিও করতে পারলেন না এটা ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের বর্হিপ্রকাশ নয় কি, কিংবা ব্যর্থতা?

৪৩. আপনারা ক্ষমতা গ্রহণের পর বলেছিলেন হরতার আর আন্দোলনের কারণে জিনিষপত্রের দাম বেড়েছে বলে আন্দোলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে লাগলেন একের পর এক মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা দিলেন অথচো আন্দোলনকারীরা একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন এবং ৫বছরের ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বরতা বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলো বলেই আপনারা ক্ষমতায় এসেছিলেন, ইতিহাস তা-ই বলে দেয়, কিন্তু অতি পরিতাপের বিষয় যে আপনারা ক্ষমতা গ্রহণের পর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম দেশের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কাঁচা মরিচের সের এখন সোনার মতো দাম। দেশের অসহায় মানুষ আপনাদের মতো মাংস পোলাও দিয়ে খাবার ভাগ্য নিয়ে জন্মায়নি, অসহায় মানুষগুলো একটু পানি ভাত আর কাঁচা মরিচ দিয়ে খেলেই শান্তি কিন্তু সেই শান্তি টুকু কি এখন দেশে আছে? এরজন্য আপনারা দায়ি নন কি? আপনাদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য মিথ্যাচার করে আন্দোলনকারীদের ওপর বদনাম দিচ্ছেন তা কি অস্বিকার করতে পারবেন?

৪৪. শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যারা চাঁদাবাজির মামলা সাজালো কিংবা যারা চাঁদা দিয়েছে সেই ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্টান কি বৈধ উপায়ে সেই টাকা আয় করেছে কিংবা সরকারকে কি তারা ট্রেক্স দিয়েছে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা দুর্নীতি দমন কমিশন কি তার তদন্দ করেছে? না-কি বন্যা দূর্গতদের মধ্যে সাহায্য করলে কালো কিংবা লাল টাকা দেখা হবে না, ঠিক শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কেউ মামলা করলে তার টাকা কালো কিংবা লাল দেখা হবে না বলেই কি এমন দুষ্ট চক্রান্তের কবলে শেখ হাসিনা?

৪৫. বিগত সরকারের আমলে হাওয়া ভবনে হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে, সেই লেনদেনের শেয়ার পেয়েছেন বেগম জিয়া, আব্দুল মান্নান ভূইয়া, সাদেক হোসেন খোকা, নিজামীরা কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো দুর্নীতির মামলা হয়েছে কি? না-কি ইচ্ছে করে দুর্নীতি দমন কমিশন এবং নিরপেক্ষ সরকার তাদরে প্রিয়জনদের বাঁচাবার কি চেষ্টা করছে?

৪৬. জরুরী আইনে কোনো কোনো দল এবং ব্যক্তির জন্য প্রকাশ্য রাজনীতি নিষেধ আবার কারো জন্য উন্মুক্ত, প্রকাশ্যে অন্য দল ভেঙ্গে নতুন দল তৈরী হচ্ছে, সরকারের এমন নিলজ্জ চক্রান্ত বাংলাদেশের মানুষ কি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে?

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

৪৭. আওয়ামীলীগ ঘরনার চট্টগ্রাম ও সিলেটের জনপ্রিয় মেয়রকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য তাঁদেরকে গ্রেফতার করে একের পর এক মামলা সাজাচ্ছেন যাতে ওরা আর জীবনে কখনো রাজনীতি না করতে পারে অথচো বিএনপি ঘরনার ঢাকার মেয়র সাদেক হোসেন খোকার বিরুদ্ধে তারেক রহমানের বন্ধু গিয়াস আল মামুন, সাবেক স্বরাস্ট্র মন্ত্রী বাবরসহ অনেকেই অভিযোগ দিয়েছেন মহাদুনীতির এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ প্রমানসহ সুস্পষ্ট তথ্য থাকাসত্ত্বেও এবং মেয়রের মেয়াদ শেষ হলেও তাকে বহাল তবিয়তে রাখা হচ্ছে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতাদেরতে চিরতরে নিঃশেষ করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে সরকার তা করছে তা কি অস্বিকার করতে পারবেন?

৪৮. বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্রের মানস কন্যা এবং জননেত্রী শেখ হাসিনা গ্রেফতারের পর দেশে-বিদেশে কোটি কোটি মানুষ নীরবে নিবৃত্তে কাঁদছে, নামাজ রোজা পালন করছে, বিভিন্ন উপায়ে হাজার হাজার মানুষ প্রতিবাদ জানাচ্ছে, প্রতিবাদি মানুষের উপর চলছে অমানবিক নির্যাতন অথচো সারা দেশে ছাত্র শিবির এবং জামাতের ক্যাডারা প্রকাশ্য রাজনীতি করে যাচ্ছে, খুন ধর্ষণ সাংবাদিক নির্যাতনসহ সব কিছুই চালিয়ে যাচ্ছে আর বাংলাদেশের পুলিশ আর বর্তমান সরকার তাদেরকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করছে! এটা কত অমানবিক কাজ চলছে, মাননীয় উপদেষ্টা দেশে-বিদেশের মানুষ কি করে মেনে নেবে এমন অমানবিক কাজ?

৪৯. সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া এবং বিএনপি জামাত জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী সাইফূর রহমানের অবৈধ অর্থ বৈধ করছে এনবিআর অথচো সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার বৈধ অর্থ জব্দ করেছে এনবিআর। বিষয়টি অমানবিক, অনৈতিক, এবং হিংসাপ্রয়ায়ন নয় কি? শেখ হাসিনাকে নিঃশেষ করার ষড়যন্ত্র নয়কি?

৫০. তাবৎ বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তর শহর-বন্দর সবখানে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। যৌথ বাহিনীর নিরাপত্তা চাদর ডিঙ্গিয়ে চলছে অপ্রতিরোধ্য হত্যা, ডাকাতি, চুরি, ধর্ষণ, ছিনতাইসহ ক্রসফায়ার, বিগত বিএনপি জামাত সরকারেরই মতো। দেশে-বিদেশের কোটি কোটি মানুষ মনে করছে শেখ হাসিনাকে নিঃশেষ করার সব ষড়যন্ত্র তৈরী করতে গিয়ে সরকার দেশের মানুষের নিরাপত্তার কথা ভুলে গিয়েছে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা তা আপনি কী তা অস্বিকার করবেন?

৫১. মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, বাংলাদেশের সাবেক প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের প্রতি আপনাদের উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্যরা ইচ্ছে করেই ইতিহাসের নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস দেখাচ্ছেন, বাংলাদেশের মানুষ নিরক্ষর হলেও অশিক্ষিত নয়, তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, এসবের জবাবদিহি আপনাদের করতে হবেই হবে!

৫২. ৫০ বছর ধরে সেই পাকিস্তানী সামরিক জান্তা থেকে শুরু হয়েছিলো শেখ পরিবারের ওপর জেল-জুলুম-হত্যা নির্যাতন কারণ শেখ পরিবার দেশের তাবৎ মানচিত্রে মিশে আছে স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের হীরন্ময় ইতিহাসে। পাকিস্তানী সামরিক জান্তারা বঙ্গবন্ধু'র জন্য কবর খুঁড়েও হত্যা করতে পারেনি, বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করলো বাংলাদেশের বিপথগামী কিছু জারজ সামরিক অফিসাররা, এরপর ইতিহাস বলে দেয় বঙ্গবন্ধু পরিবারের অবশিষ্ট দু'সদস্য শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকে হত্যা করার জন্য অবৈধ প্রন্থায় ক্ষমতায় আসা জেনারেলরা কম চেষ্টা করেনি, চেষ্টা করেছে গণত্রন্ত্রের লেবাসে জাতিয়তাবাদি মৌলবাদি সরকারের ক্যাডাররা। বারবার গ্রেনেড বোমা হামলা দিয়ে মারতে পারেনি শেখ হাসিনাকে ফলে বর্তমান তত্ত্ববধায়ক সরকার সুকৌশলে হত্যার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে প্রবাসির অভিমত, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আপনারা কি তা অস্বীকার করতে পারেন?

৫৩. বেগম খালেদা জিয়ার ঢাকাতে বিলাশবহুল বাড়ি রয়েছে ২/৩টি যার মূল্য শত কোটি টাকা, একজন জেনারেলের স্ত্রী হবার কারণে দেশের সব সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছেন, ১টাকার বিনিময়ে ক্যান্টনমেন্টের মতো স্পর্শকাতর জায়গায় কিংবা ১০১ টাকার বিনিময়ে গুলশান-বনানীতে বাড়ি পেয়ে যান, (অথচো তিনি এবং তার সন্তান তারেক-কেকোরা হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক) স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধী ঘাতক জামাত নেতা নিজামীরা সরকার থেকে নামমাত্র মূল্যে সরকারী বাড়ি পাচ্ছেন অথচো জাতির জনক স্বাধীন বাংলার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বাংলাদেশ সরকার থেকে কোনো বাড়ি কিংবা সম্পত্তি পান না বরং পৈতৃকসূত্রে যা পেয়েছেন তাও সরকার নিয়ে যাবার গভীর চক্রান্ত করছে। মাননীয় উপদেষ্টা এরকমের মানবতা বিরোধী হিংস্রতা জবাব কিন্তু একদিন দিতেই হবে?

৫৪. আগষ্ট শোকের মাস। ৭৫ এর আগস্টে জাতির জনককে সপরিবারে হত্যার মাস। ইতিহাসের কলঙ্কময় মাস। এই আগষ্টেই বঙ্গবন্ধু তনেয়া শেখ হাসিনা দুর্নীতি আর হত্যাযজ্ঞে প্রতিবাদ করায় গ্রেনেড বোমা হামলা করে হত্যা চেষ্টা চালায়, সেই নারকীয় ঘটনার বিচার হয়নি বরং ২০০৭-এর আগস্টে বঙ্গবন্ধু কন্যা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে চিরতরে শেষ করে দেওয়ার জন্য একের পর এক মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতে তোলা হচ্ছে,

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

আগস্টের মতো পিতা-মাতা-ভ্রাতা স্বজন হারানোর শোকের মাসেই শেখ হাসিনাকে মিথ্যা মামলা দিয়ে আদালতে তুলা হচ্ছে এমন নির্মম পরিহাস বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। দেশে-বিদেশে অবস্থানরত কোটি কোটি মানুষ শেখ হাসিনার প্রতি এমন নির্মম পরিহাসের বিচার করবেই করবে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা সেটা কি উপলব্দী করতে কষ্ট হচ্ছে?

পরিশেষে বলতে চাই, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, বন্যায় ভাসছে আমাদের দেশ, ভাসছে আমাদের প্রিয় মানুষ, প্রবাসে থেকেও আমরা সুখে নেই, দেশের দুঃসময়ে প্রবাসীরা বসে থাকতে পারেনা। প্রবাসীরা একদিকে যেমনি বানভাসী মানুষের জন্য সহায়তায় এগিয়ে আসছে ঠিক তেমনি সারা বিশ্বে প্রতি সাপ্তাহেই বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যাকে নিশর্ত মুক্তির দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। কারণ, দেশের গণতন্ত্র-সুশাসন, মানবাধিকার ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার উজ্জ্বল নক্ষত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। দেশের অসহায় অবহেলিত মানুষের প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনা। এমন প্রাকৃতিক দুর্যোগে শেখ হাসিনাকে কেউ কি ঘরে রাখতে পারতো? দেশের অসহায় মানুষের পাশে শেখ হাসিনা অবিচল থাকতেন। অতীত ইতিহাস তাই বলে দেয়। দেশের এমন দুর্দিনে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য বিশ্ব মানবতার অতন্ত্র প্রহরী শেখ হাসিনাকে মুক্তি দিয়ে জাতিকে কলঙ্কের হাত থেকে মুক্তি দিন।

সদেরা সুজন
ফ্রিলেন্স সংবাদপত্র কর্মী,
গ্রন্থণা ৬.৮.২০০৭ ॥ মন্ট্রিয়ল॥

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com